بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০২/০৩ | বুধবার, ২৪ সফর, ১৪৪১ হিজরী | ২৩/১০/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হে মুসলিমগণ, "দ্য শিল্ড অফ দ্য ইউফ্রেটিস, দ্য অলিভ ব্রাঞ্চ, এবং দ্য পিস স্প্রিং" এসবই হচ্ছে সিরিয়ার যালিমের অস্তিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার ধারাবাহিক পদক্ষেপ!

(অনুবাদকৃত)

এরদোগান যা করেছে এবং করছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকার ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ইসলামবিদ্বেষী আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সহযোগীদের সাহায্যে সিরিয়ার যালিম শাসকের অবস্থানকে সুসংহত করা। কারণ তারা ইসলামের দাবীতে জনগণের স্লোগাণ এবং তীব্র প্রতিরোধ প্রত্যক্ষ করলো, যা শুধু সিরিয়ার যালিম শাসক ও তার মদদদাতা আমেরিকাকেই হতবাক করেনি, বরং তার দুষ্কর্মের সহযোগী রাশিয়া থেকে শুরু করে ইরান এবং তুরস্কের এরদোগান ও তার ষড়যন্ত্রকারী দলসমূহকেও হতবাক করেছে যারা আশ-শামের রাজধানীতে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে সুসংহত করার মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে! আমরা ইতিমধ্যে ০৭/১২/২০১৬ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রশ্নোত্তরে 'শিল্ড অফ দ্য ইউফ্রেটিস' এবং 'অলিভ ব্রাঞ্চ' অভিযানে এরদোগানের প্রতারণাপূর্ণ পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেছি, যাতে এরদোগানের আড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা প্রতারিত ও আকৃষ্ট ব্যক্তিদের নিকট প্রকৃত বাস্তবতা প্রকাশিত হয়, কারণ তারা মনে করতেন যে এরদোগান সিরিয়ার অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন করে! প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছিল: **(এর সাথে যোগ হয়েছে অপারেশন ইউফ্রেটিস শিল্ডের ধারাবাহিকতার স্বপক্ষে এরদোগানের প্রচারণা এবং জারাব্লোসের পরে আল বাব-এর যুদ্ধে তুরস্কের অনুগত অন্যান্য সশস্ত্র দলগুলোকে নিয়োজিত করার আপ্রাণ চেষ্টা, আর এসবের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল আসল যুদ্ধক্ষেত্র আলেপ্পোতে সরকারবিরোধীদের অবস্থান দুর্বল করে দেয়া, যা শহরটির দম বন্ধ করা অবরোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ ও উদ্ধারকাজে একমাত্র ভরসা ছিল)**। আর তাই আলেপ্পো হাতছাড়া হয়ে গেল! এই ঘটনা থেকে এসব দলগুলোর শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল, অথচ তারা এরদোগানের নিজস্ব গর্তে আবারও দংশিত হলো! এবং, তারা তার সাথে দ্বিতীয়বারের মতো অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ-এ যোগদান করলো! অতঃপর আমরা ২৪/০১/২০১৮ তারিখে আরেকটি প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করলাম, যেখানে বলা হয়েছিল: **(এভাবে এরদোগান ইদলিবে সরকারী বাহিনীর প্রবেশের সুবিধার্থে ইউফ্রেটিস শিল্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। ইদলিবে সরকারী বাহিনীর প্রবেশের সুবিধার্থে অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চের পরিকল্পনা করা হয়েছে)**। ২৯/০৭/২০১৮ তারিখে প্রকাশিত আরেকটি প্রশ্নোত্তরে আমরা বলেছিলাম: **(দ্বিতীয় ফ্রন্ট: ২৪/০৮/২০১৬ তারিখে তুরস্কের নেতৃত্বে আলেপ্পোর উত্তরাঞ্চলে 'শিল্ড অফ দ্য ইউফ্রেটিস' যুদ্ধের মাধ্যমে এবং তারপর ২০/০১/২০১৮ তারিখে 'অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ'-এর মাধ্যমে আলেপ্পো ও দক্ষিণ ইদলিবে সরকারী বাহিনীর প্রবেশকে সহজ করে তোলা হয়। কারণ তুরস্ক বিদ্রোহী দলগুলোকে এই আদেশ দিয়েছিল যেন তারা সরকারী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে শিল্ড ও অলিভ ব্রাঞ্চের যুদ্ধে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে, যার ফলে আলেপ্পো এবং দক্ষিণ ইদলিব হাতছাড়া হয়ে যায়!)**। এখন পুনরায় **অপারেশন পিস স্প্রিং**-এর মাধ্যমে বিদ্রোহী দলগুলোকে তৃতীয়বারের মতো বোকা বানানো হয়েছে! এই অভিযানটি সিরিয়া সরকারকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং ট্রাম্পের আদেশ ও তার সবুজ সংকেত সরকারের প্রাপ্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে: [তুর্কি লেখক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাভাদ গোক বলেছেন, "আমেরিকার সবুজ সংকেত" ছাড়া তুরস্ক ফোরাতের পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে না ... (তামুজ-নেট ০৬/১০/২০১৯)]। হোয়াইট হাউস ঘোষণা করেছে যে: [মার্কিন বাহিনী উত্তর সিরিয়া থেকে সরে আসতে পারে, কারণ তুরস্ক সেখানে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এটি ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার তুর্কি পক্ষ এরদোগানের মধ্যে টেলিফোন কথোপকথনের পরে... (সিএনএন আরবি, ০৭/১০/২০১৯)]। মার্কিন আদেশের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের পুরষ্কার হিসেবে: [হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগানের প্রত্যাশিত আমেরিকা সফরের সময়সূচি হচ্ছে ১৩ই নভেম্বর... (আল-মাসাদ আল আরবি, ০৮/১০/২০১৯)]।

আর নিষেধাজ্ঞা এবং হুমকি সম্পর্কে ট্রাম্পের বিবৃতির ক্ষেত্রে: [মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং দাবী জানায় যেন এটি উত্তর-পূর্ব সিরিয়ায় সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করে...(রয়টার্স ১৫/১০/২০১৯)]। এসব বিবৃতি প্রতারণা ও মিথ্যায় পরিপূর্ণ, কারণ কিভাবে ট্রাম্প একদিকে এরদোগানকে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার সবুজ সংকেত দেয়, অতঃপর আবার নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে অভিযান বন্ধের নির্দেশ দেয়? যদি না এর অর্থ দাঁড়ায় ট্রাম্পের নির্দেশে এরদোগান কর্তৃক পরিচালিত এই অভিযানটি শেষ হতে চলেছে, এবং নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে এই অভিযান হতে বের হওয়ার একটি পথ মাত্র! সুতরাং এরদোগান আমেরিকার নির্দেশে অভিযান চালিয়েছিল এবং আমেরিকা কর্তৃক নির্ধারিত সীমায় পৌঁছানোর পরে সে থেমে যাবে, এবং এর মাধ্যমে সে নিজের জন্য কিছু অর্জন করুক অথবা না করুক। কারণ, অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেসব অঞ্চল পুনরুদ্ধারে আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেসব অঞ্চলের উপর সিরিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যাতে এসব অঞ্চলের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমন্ডলে স্বীকৃতি পায়। বিভিন্ন বক্তব্যে এটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: আন্তর্জাতিক জোট মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছে যে, [উত্তর সিরিয়ার মানবিজ শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটি ঘোষণা

করা হয়েছিল জোট কর্তৃক পরিচালিত অপারেশন দ্য ইনহেরেন্ট রিজলভ (ও.আই.আর)-এর সামরিক মুখপাত্র কর্নেল মাইলস্ বি ক্যাগিন্স-এর টুইটারে...(আরবি ২১, ১৫/১০/২০১৯)]।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: (সিরিয়ার সরকারী বাহিনী মানবিজ শহর এবং তার আশেপাশের এলাকা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে...(ফ্রান্স২৪ / এ.এফ.পি ১৫/১০/২০১৯)) ... মানবিজে সিরিয়ার সরকারী বাহিনীর প্রবেশের বিষয়টি এরদোগান ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করেছে, নেতিবাচকভাবে নয়! [এরদোগান জোর দিয়েছিল যে, মানবিজ শহরে সিরিয়ার সরকারী বাহিনীর প্রবেশের বিষয়টি নেতিবাচক নয় ... (আল-আরাবিয়া, ১৬/১০/২০১৯) ... মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছিল: [শীঘ্রই সে তুরস্কে একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সাথে কথা বলেছে ও সিরিয়ায় তুর্কি আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধের দাবী জানিয়েছে ... (আল-ঘাদ চ্যানেল, ১৫/১০/২০১৯)] ... তুর্কি সংবাদপত্র জুমহুরিয়াত-এ প্রকাশিত হয়েছে যে, তুর্কি প্রতিরক্ষামন্ত্রী আকার বলেছে: [আঙ্কারা সিরিয়ার সরকারের সাথে যোগাযোগের উপায় খুঁজছে ... (আরবি২১, ১৫/১০/২০১৯)]। মস্কো ঘোষণা করেছে: [উত্তর সিরিয়ায় তুর্কির সামরিক অভিযানের পরে দামেস্ক আঙ্কারার সরকারের সাথে একটি চলমান সংলাপে অবতীর্ণ হয়েছে ... (পেট্রা) আম্মোন এজেন্সি, ১৫/১০/২০১৯]। সুতরাং, অপারেশন পিস স্প্রিং সিরিয়ার সরকারকে নতুন প্রাপ্তি এনে দিয়েছে এবং তার অস্তিত্বকে আরও সুসংহত করেছে, এবং তার সাথে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে, যা এসব ঘৃণ্য অভিযান ছাড়া কখনোই অর্জন সম্ভব ছিল না!

এগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সিরিয়ার জনগণের ত্যাগ, এবং রক্ত - যা প্রবাহিত করা হয়েছে, এবং সম্মান - যা ক্ষুন্ন করা হয়েছে, এবং যালিমের অনুসারী ও সমর্থকদের অপরাধ ... এসবের কোন কিছুই তাদের কাছে গুরুত্ব বহন করে না, বরং আমেরিকার সন্তুষ্টি অর্জন ও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নই তাদের কাছে মুখ্য বিষয়! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুক, কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা মনে করে এধরনের বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা সিরিয়ার জনগণকে আবারও সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের সহযোগী সিরিয়ার সেই যালিমের করতলগত করবে ... কিন্তু, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় এই বিশ্বাসঘাতকগোষ্ঠী ধ্বংস হবে, এবং শূণ্য হস্তে পালাবে, কারণ যারা জেগে উঠেছিল তারা এমন আলো আনতে চায় যা আওয়াজ তোলে: "এটা আল্লাহ্'র জন্য, এটা আল্লাহ্'র জন্য" ... এই ধরনের মানুষ কোন প্রতিকূলতার মুখে প্রকম্পিত হবে না, বরং তা তাদের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করবে, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় তারা সরল পথে রয়েছে, এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে না, এবং অপমান-গ্লানির কাছে মাথানত করবে না, কিন্তু তারা মানুষের মধ্য হতে কিছু মানুষ, তারা সচেতন যে ভালো ও খারাপ উভয় সময়েই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের সঙ্গে রয়েছেন, এবং তারা সম্মানিত সাহাবীদের (রা.) মতো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ্ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যালিমদের অপসারণ করে আল্লাহ্'র আইন, তথা খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যখন জীবন তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সাচ্ছন্দ্য আসে; নিশ্চয়ই কষ্টের পরই আসে স্বস্তি। যখনই আমেরিকা ও তার সমর্থকরা ভাবে যে বিজয় তাদের পক্ষে রয়েছে তখনই তারা বুঝতে পারে যে, বিষয়টিকে তারা যতটা সহজ মনে করেছিল সেটি তার চেয়েও অনেক জটিল, এবং এরপরে তাদের পদক্ষেপগুলো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় এবং তাদের বিবৃতিগুলোও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ হয়ে যায়! যেকেউ বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা করবে সে এই শিক্ষাই লাভ করবে, অন্য কোন শিক্ষা নয়; যদিওবা সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক সংঘাত প্রায় অস্তিত্বহীন এবং এর পাশাপাশি আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংঘাতও অনুপস্থিত, কারণ এর সবকিছুই আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তথাপি এতকিছুর পরেও আমেরিকা সিরিয়ায় শাসন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং সেনা ও সরঞ্জাম নিয়োগের দশবছর পরেও আমেরিকা তার প্রভাব এখনো পর্যন্ত স্থিতিশীল করতে সক্ষম হয়নি। যেকেউ এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করবে সে বুঝবে যে কিছু সময় পরে হলেও মিথ্যাকে অবশ্যই পরাজিত হতে হবে, এমনকি অত্যাচারীরা যদি একটি দফায় সফলও হয় তবে তারা পরবর্তীতে দফায়-দফায় পরাজিত হবে, কারণ বিভিন্ন অবস্থার দিনগুলি মানুষের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে...

পরিশেষে, **হিযবুত তাহ্রীর** আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে এমন হৃদয় নিয়ে যা আন্তরিকতা ও সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ, এবং এমন অনুভূতি সহকারে যা আপনাদের ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আপনাদের আনন্দে আনন্দিত হয়; এবং এর পাশাপাশি অক্লান্ত কণ্ঠে আপনাদেরকে সঠিক পথের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আপনাদের সন্তানদের মধ্যে হতে যারা বিদ্রোহী দলগুলোতে কিংবা এর বাইরে রয়েছে তাদের কাউকেই এরদোগান কিংবা অন্যকারো দ্বারা প্রতারিত হতে দেবেন না ... সত্য সকলের জন্য দৃশ্যমান ও স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, সত্য ও আন্তরিক কাজের মাধ্যমে যালিমের অপসারণের আন্দোলনকে আপনারা অব্যাহত রাখুন, এবং আমরা আপনাদের সাথে রয়েছি, এমনকি আমরা আপনাদের সারির অগ্রভাগে রয়েছি; এবং, নিশ্চিত থাকুন যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু সময় পরে হলেও তার নেক বান্দাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ **"নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মু'মিনগণকে দুনিয়ার জীবনে এবং সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।** [সূরা গাফির: ৫১]। বিজয় কেবলমাত্র নবীগণকে দেয়া হয় না, বরং ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ **"এবং যারা বিশ্বাস করে"**- তাদেরকেও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিজয় দান করবেন। বিজয় কেবল আখিরাতে নয়, বরং ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ **"দুনিয়ার জীবনে এবং সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে"**। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾ **"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ (দিনক্ষণ) স্থির করে রেখেছেন।"** [সূরা আত-তালাক: ৩]।

১৭ সফর ১৪৪১ হিজরী **হিযবুত তাহ্রীর**

১৬/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ